প্রচলতি পিএসইএএইচ নীতিমালা

এই নীতিমালাসমূহ গঠন করা হয়েছে জনকল্যাণকর, সার্বিক উন্নয়ন এবং শান্তিপ্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত কাজ করা সকল ব্যক্তি এবং সংস্থার এসইএএইচ সংক্রান্ত আচরণকে জোরালো ভাবে তুলে ধরা এবং নির্দেশনা দেওয়ার জন্য।

১। **এসইএএইচ নিষিদ্ধ।** এসইএ গুরুতর অসদাচরণ এবং চুক্তি বাতিলের ক্ষেত্রে গঠন করে, এবং অপরাধমূলক, দেওয়ানি বা সামরিক আইনের অধীনে সম্ভাব্য বিচারের সম্মুখীন করে। এসএইচ হল অসদাচরণ/অশোভন আচরণ এবং এর তীব্রতার উপর নির্ভর করে গুরুতর অসদাচরণ/অশোভন আচরণ হিসাবে গণ্য হতে পারে। এসইএএইচ সংক্রান্ত কার্যাবলী হল ক্ষমতার অপব্যবহার এবং এইচডিপি কার্যক্রমের কাজের সততা এবং প্রভাবকে ক্ষুণ্ণ করে। বিশেষতঃ

a. **বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বা অসম বা বাধ্যতামূলক অবস্থার অধীনে যৌন প্রকৃতির বাস্তবিক শারীরিক সংস্পর্শ বা ক্রিয়া অথবা শারীরিক ক্রিয়ার হুমকি নিষিদ্ধ।**

b. **অর্থ, কর্মসংস্থান, পণ্য বা সেবার বিনিময়ে যৌনতা, যৌন চাহিদা/'যৌন সুবিধা' বা অন্যান্য যে কোন ধরনের অবমাননাকর, অপমানজনক, মর্যাদাহানিকর বা শোষণমূলক আচরণ নিষিদ্ধ।** এর মধ্যে ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীর জন্য প্রাপ্য যেকোনো ধরনের সহায়তা বা সুরক্ষার বিনিময় অন্তর্ভুক্ত।

c. **পদমর্যাদা, পদ বা পদবী বা অবস্থানের অনুচিত/অনুপযুক্ত ব্যবহার অথবা ক্ষমতার অপব্যবহার এবং ক্ষমতার ভারসাম্যের তারতম্যের প্রভাবে যেকোনও যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ।**

d. **স্থানীয়ভাবে প্রাপ্তবয়স্ক বা সম্মতি প্রদানে বয়সের মাপকাঠি যাই হোক না কেন এইচডিপি কাজের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের দ্বারা শিশুদের (১৮ বছরের কম বয়সী ব্যক্তিদের) সাথে যৌন কার্যকলাপ নিষিদ্ধ।** সেক্ষেত্রে শিশুর বয়স সম্পর্কে ভুল ধারণা কোনও আত্মরক্ষা/প্রতিরক্ষা কৌশল হবে না।

e. **সহকর্মী (একই সংস্থার বা অন্য সংস্থার হলেও) বা সহায়তা বা সুরক্ষা গ্রহণকারী জনগোষ্ঠীর যেকোনো ব্যক্তির প্রতি যৌন হয়রানি নিষিদ্ধ।**

২। **নিষ্ক্রিয়তার জন্য শূন্য সহিষ্ণুতা।** এর মানে হল: এসইএএইচ কর্মকাণ্ডের জন্য শূন্য সহিষ্ণুতা; এসইএএইচ প্রতিরোধ, অবহিতকরন বা প্রতিক্রিয়ায় নিষ্ক্রিয়তার জন্য শূন্য সহিষ্ণুতা; এবং ভুক্তভোগীদের বা ঘটনা অবহিতকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়া বিষয়ে শূন্য সহিষ্ণুতা। এর অর্থ এই নয় যে এসইএএইচ সংক্রান্ত কোন ঘটনা প্রতিবেদিত না হওয়া। এইসংক্রান্ত ঘটনা জানানোর জন্য দৃঢ়ভাবে উৎসাহিত করা হয় এবং শাস্তি দেওয়া উচিত নয়।

৩। **পিএসইএএইচ পদ্ধতিগুলি প্রেক্ষাপট অনুযায়ী সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পদ্ধতিগুলি সর্বব্যাপী/সার্বজনীন এবং ভুক্তভোগী কেন্দ্রিক তা নিশ্চিতকরণ।** বিশেষ করে দুর্বল জনগোষ্ঠীর ব্যক্তি এবং জনসমাজের সাথে পরামর্শ করুন। এসইএএইচ ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং পিএসইএএইচ কার্যপ্রণালী গঠনে বিদ্যমান জনগোষ্ঠী এবং জাতীয় কৌশলগুলোর উপর গুরুত্বারোপ এবং তাদের শক্তিশালী করণ। ভুক্তভোগীদের এবং তাদের জনগোষ্ঠীর অধিকার, নিরাপত্তা, প্রয়োজন, সুস্থতা এবং মর্যাদাকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং অগ্রাধিকার দেয়া।

৪। **এসইএএইচ প্রতিরোধকে কর্মসংস্কৃতির অংশ হিসাবে অন্তর্ভুক্তকরণ।** সব সময় সততার সাথে কাজ করার এবং এমন একটি পরিবেশ তৈরি এবং রক্ষা করতে সহায়তা করার যা এসইএএইচ প্রতিরোধ করে, প্রতিবেদিত করে এবং সারাপ্রদান করে। সমস্ত স্তরের নেতাদের এবং ব্যবস্থাপকদের বিশেষ দায়িত্ব হল এসইএএইচ ঝুঁকি এবং ঘটনাবলী সক্রিয়ভাবে চিহ্নিত, পর্যবেক্ষণ এবং মোকাবিলা করতে প্রযোজ্য সম্পদের যোগান, সৃষ্টি, বাস্তবায়ন।

৫। **এসইএএইচ সম্পর্কিত সন্দেহে, এসইএএইচ সম্পর্কিত ঘটনা এবং বাস্তব ঘটনাসমূহে সঠিকভাবে সাড়া প্রদান।** বিশেষ করে:

a. এইচডিপি কর্মীরা, একই সংস্থার মধ্যে হোক বা না হোক, এসইএএইচ সম্পর্কিত লব্ধজ্ঞান সন্দেহে, প্রতিবেদন এবং বাস্তবঘটিত ঘটনাসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান, উদ্বেগ বা সন্দেহগুলি সংস্থার নীতি, নির্দেশিকা এবং প্রতিবেদন জানানোর পদ্ধতি অনুসারে প্রতিবেদিত করতে হবে।

b. সাহায্য-সহযোগিতা এবং তদন্তে ভুক্তভোগীদের অধিকার, নিরাপত্তা, প্রয়োজন, সুস্থতা এবং মর্যাদাকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। তদন্তে অংশগ্রহণ করা বা না করা নির্বিশেষে, ভুক্তভোগীদের সহায়তা করুন যারা একটি ঘটনার বিষয়ে অবগত করেছেন যাতে তারা সহায়তার অন্তর্ভুক্ত হন।

c. যারা এসইএএইচ সম্পর্কিত কোন ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের দায়ী করুন এবং প্রাসঙ্গিক আইনি প্রক্রিয়া অনুসারে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।

৬। গোপনীয়তার প্রতি সম্মান জানানো এবং প্রতিশোধ নেয়া থেকে সুরক্ষা প্রদান । নিরাপদভাবে এবং গোপনীয়তারসাথে ঘটনার অবহিতকরন নিশ্চিত করা। যেকোনো অভিযোগের সাথে জড়িত ব্যক্তিগণকে প্রতিশোধের শিকার হওয়া থেকে সুরক্ষিত রাখা উচিত, তাদের গোপনীয়তা এবং মর্যাদা যাতে অটুট থাকে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং যথোপযুক্ত সহায়তা প্রদান করা। এতে ভুক্তভোগী, অভিযোগকারী, সাক্ষী, ঘটনা অবগতকারী এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ন্যূনতম করনীয়

সারসংক্ষেপঃ এই পদক্ষেপগুলি সকল ব্যক্তি এবং সংস্থাকে এসইএএইচ প্রতিরোধ এবং সাড়াপ্রদানের জন্য যথাসাধ্য সহায়তা করতে সুপারিশ করা হয়। বিভিন্ন ধরনের এবং আকারের সংস্থা বা কার্যক্রম তাদের জন্য যেভাবে সঠিক এবং প্রাসঙ্গিক অনুধাবন করবে সেভাবে এগুলি বাস্তবায়ন করতে পারে। এসম্পর্কিত সহায়ক নথিগুলো ন্যূনতম পদক্ষেপের বিষয়ে এবং সেগুলি কীভাবে ব্যক্তিগত, আন্তর্জাতিক, জাতীয়, সংস্থা এবং প্রকল্প/কর্মসূচী স্তরে বাস্তবায়িত হতে পারে তার উপর আরও নির্দেশনা প্রদান করে।

১। নীতিমালা: সুস্পষ্ট পিএসইএএইচ নীতিমালা গঠন করা, প্রচার করা, সমুন্নত রাখা এবং বাস্তবায়ন করা।

- **a.** প্রচলিত নীতিমালা, ন্যূনতম পদক্ষেপ এবং তাদের ভিত্তিতে থাকা মানদণ্ডগুলির সাথে সংগতিপূর্ণ একটি পিএসইএএইচ নীতিমালা/কৌশল স্থাপন, সম্পদ ব্যবস্থাপনা, বাস্তবায়ন এবং মান্য করা।
- **b.** পিএসইএএইচ নীতিমালা এবং আচার-আচরণের মানদণ্ড আচরণবিধিতে অন্তর্ভুক্ত করুন, যা সুস্পষ্টভাবে এসইএএইচ নিষিদ্ধ করে।
- **c.** সকল কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক এবং সরবরাহ অংশীদারদের পিএসইএএইচ নীতিমালা এবং আচরণবিধি সম্পর্কে সচেতন করা, এতে স্বাক্ষর করানো এবং এটি মেনে চলার প্রচেষ্টা নিশ্চিত করুন।

২। নেতৃত্ব: নিষ্ক্রিয়তার জন্য শূন্য সহিষ্ণুতার সংস্কৃতির অগ্রাধিকার এবং দৃঢ়ভাবে নিহিত করা।

- **a.** নেতাদের এসইএএইচ সম্পর্কে নিষ্ক্রিয়তার জন্য শূন্য সহিষ্ণুতার প্রতি সুস্পষ্ট এবং দৃশ্যমান প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করতে হবে।
- **b.** নেতাদের এসইএএইচ প্রতিরোধ এবং সাড়াপ্রদানের জন্য যথেষ্ট ব্যবহারযোগ্য সম্পদ বরাদ্দ করতে হবে।
- **c.** নেতাদের নিয়মিতভাবে, এসইএএইচ প্রতিরোধ এবং সাড়াপ্রদানের প্রচেষ্টা বাস্তবায়নের প্রভাব মূল্যায়ন এবং পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- **d.** নেতাদের পিএসইএএইচ সম্পর্কিত সুস্পষ্ট দায়িত্ব নির্ধারণ এবং এ বিষয়ে উৎসাহিত করতে হবে।

৩। যোগাযোগ: সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী এবং অংশীদারদের সাথে পরামর্শ করা, তথ্য প্রদান করা এবং সমন্বয় করা।

- **a.** স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং জনগোষ্ঠীর সাথে পরামর্শ করা।
- **b.** স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে ক্ষমতায়ন করা।
- **c.** অংশীদারদের এবং সহকর্মীদের সাথে সহযোগিতা এবং সমন্বয় করা, এবং পিএসইএএইচ পদ্ধতিগুলি শক্তিশালী এবং সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য শিখণ এবং সেরা অনুশীলন খুজে বের করা।

৪। প্রতিরোধ: এসইএএইচ প্রতিরোধে সকল কার্যক্রমে এসইএএইচ ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং পদক্ষেপ গ্রহণ।

- **a.** এসইএএইচ হতে মূলধারার সুরক্ষা।
- **b.** এসইএএইচ এর ঝুঁকি উপলব্ধি, কমানো এবং ব্যবস্থাপনা।
- **c.** এসইএএইচ প্রতিরোধ এবং ঘটনা অবহিতকরনে কলাকৌশল গঠনে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে জড়িত করা।
- **d.** এসইএএইচ অপরাধীদের নিয়োগ প্রতিরোধ করতে প্রাসঙ্গিক যাচাই তালিকা এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া কার্যকর করা।

৫। সাড়াপ্রদান: ঘটনা অবহিতকরন, জবাবদিহিতা এবং ভুক্তভোগী-কেন্দ্রিক পদ্ধতি উৎসাহিতকরণ।

a. নিরাপদ এবং সহজসাধ্য প্রক্রিয়া স্থাপন, পরীক্ষণ এবং উৎসাহিতকরণ যাতে যেকোনো ব্যক্তি/কর্মী, কার্যক্রম এবং প্রকল্প/কর্মসূচী সম্পর্কিত অভিযোগ গ্রহণ এবং যেকোনো ধরনের উদ্বেগ সনাক্ত করা যায়।

b. যেকোনো ব্যক্তি/কর্মী এসইএএইচ এর সম্মুখীন/ভুক্তভোগী হলে, প্রত্যক্ষ করলে বা সন্দেহ করলে কী করতে হবে তা জানতে সহায়তা করুন।

c. সহায়তার সুযোগ প্রাপ্তির জন্য ঘটনা অবহিতকারী ভুক্তভোগীদের সহযোগিতা করুন।

d. ঘটনা অবহিতকরনে এবং তদন্তের ক্ষেত্রে ভুক্তভোগী কেন্দ্রিক পন্থা অবলম্বন।

e. ব্যক্তি/কর্মীদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা।

f. আইনি জবাবদিহিতা অনুধাবন।

৬। নিরীক্ষণ: এসইএএইচ প্রতিরোধের প্রচেষ্টাগুলো কার্যকর হচ্ছে কিনা তা যাচাই করা।

a. অভিজ্ঞতা থেকে শিখুন এবং আরও উন্নীত করুন, এমনকি যেখানে কিছু ভুল হয়েছে সেখান থেকেও।

b. পিএসইএএইচ নীতিমালা এবং পদ্ধতির বাস্তবায়ন ও প্রভাব পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন।

c. পিএসইএএইচ পদ্ধতিগুলিকে শক্তিশালী এবং শ্রেণীবদ্ধ করতে যৌথ প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ।